দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনে তেল মাপে কম, ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনে তেল মাপে কম দেওয়ার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ তদারকি অভিযান পরিচালনা করে পাম্প মালিক শাহাজাহান আলীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

জানা গেছে, দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনে তেল মাপে কম দেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে অভিযান চালানো হয়। এসময় পেট্রোল সরবরাহকারী ইউনিটে ত্রুটি ও তেল পরিমাপে অসঙ্গতির সত্যতা পাওয়া গেলে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৭ ধারায় ফিলিং স্টেশনের মালিক শাহাজাহান আলীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, “পেট্রোল ইউনিটের যান্ত্রিক ত্রুটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক না করা পর্যন্ত পেট্রোল বিক্রয় বন্ধ রাখতে হবে।” তিনি আরও জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম এবং জেলা আনসার ব্যাটালিয়নের একটি টিম।

দামুড়হুদায় দলকা বিলে

চাঁদাবাজি ও হামলার অভিযোগ, পাহারাদার আহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দলকা বিলে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পাহারাদারদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এক পাহারাদার গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করা হয়েছে।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, দলকা বিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি ওমর আলী অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সম্প্রতি অভিযুক্তরা তার কাছে ২৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে, সমিতির সদস্যদের ও বিলের পাহারাদারদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, গত ১০ মে দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে কয়েকজন ব্যক্তি ধারালো হাসুয়া, রামদা, চাইনিজ কুড়াল ও মাছ ধরার বিশেষ অস্ত্র ‘ঝুপি’ নিয়ে দলকা বিলে প্রবেশ করে পাহারাদারদের ভয়ভীতি দেখায় এবং বিল ছেড়ে চলে যেতে বলে। পাহারাদাররা বাধা দিলে হামলাকারীরা পাহারাদার রেজাউলকে (৫২) অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। এসময় তার মাথায় মাছ ধরার ঝুপি দিয়ে আঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন।

রেজাউলের ডাকচিৎকারে অপর দুই পাহারাদার ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্তরা খুন-জখমের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আহত রেজাউলকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার বিষয়ে বিল কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা শেষে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করা হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

রয়েছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আরও একাধিক ভুয়া জন্ম নিবন্ধন তৈরির অভিযোগ রয়েছে।

বিষয়টি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসককে জানান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। পরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

দর্শনা থানার পরিদর্শক হিমেল রানা জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে একটি মাংসের দোকান ও একটি ওষুধের দোকানকে জরিমানা করা হয়েছে।

শনিবার বেলা ১০টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

অভিযানকালে ডুগডুগী বাজারের হোসেন ড্রাগ হাউসে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও বিক্রির অভিযোগে দোকানের মালিক শরিফুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ অপসারণ করা হয়।

এছাড়া একই বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাংস বিক্রি ও পশু জবাই সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের দায়ে মাংস বিক্রেতা মহিদুল ইসলামকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মাংস বিনষ্ট করা হয়।

অভিযানে উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন সহযোগিতা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বাজার

ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় স্ত্রীর নির্দেশে স্বামীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখমের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর শাহপাড়ায় পারিবারিক বিরোধের জেরে আক্তার হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে তার স্ত্রী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে। আহত আক্তার বর্তমানে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত আক্তার হোসেন জয়রামপুর শাহপাড়ার মৃত সবুর আলির ছেলে। এ ঘটনায় তার ভাই সুমন বাদী হয়ে গত বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা মডেল থানায় দুইজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৬-৭ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। মামলার নম্বর-৬, তারিখ ০৭/০৫/২০২৬ ইং।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে জয়রামপুর চৌধুরীপাড়ার ফকির মোহাম্মদের মেয়ে তাসলির সঙ্গে আক্তারের বিয়ে হয়।

দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল এবং গত ৭ মে তাদের তালাক হওয়ার কথা ছিল। এর জের ধরে কিছুদিন ধরে আক্তারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৫ মে রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে জয়রামপুর শাহপাড়ায় রুবেলের ট্রাক্টর গ্যারেজের সামনে আক্তার পৌঁছালে তাসলি ও তার মা মেমজান পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের দিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা মুখ কাপড়ে ঢেকে ধারালো চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল, রামদা, লোহার রড ও জিআই পাইপ নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়।

প্রাণ বাঁচাতে আক্তার গ্যারেজের ভেতরে আশ্রয় নিলেও সন্ত্রাসীরা সেখানে ঢুকে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। হামলায় আক্তারের মাথা, বুক, পেট, হাত,

পিঠ ও পায়ে মোট ১০-১২টি গুরুতর কোপ লাগে। পরে হামলাকারীরা তার পকেটে থাকা ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকেও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, আক্তারের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হওয়ায় চিকিৎসকরা মোট ৭৮টি সেলাই দিয়েছেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “এ ঘটনায় সুমন নামের একজন বাদী হয়ে দুইজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৬-৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তবে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

চুয়াডাঙ্গায় ৩ কোটি ১৮ লাখ টাকার মাদক ধ্বংস করল বিজিবি

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) উদ্যোগে প্রায় ৩ কোটি ১৮ লাখ টাকার বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ মে) সকাল ১১টায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে আয়োজিত “মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ অনুষ্ঠান-২০২৬” এ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন।

এসময় বক্তারা বলেন, মাদকমুক্ত দেশ গঠনে বিজিবি ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করছে। সীমান্তে দিন-রাত দায়িত্ব পালন করে সদস্যরা মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

আরও বলেন, মাদক একটি জটিল সামাজিক সমস্যা এটি প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদাসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, ২০২৪ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে ৪৯ জন আসামিসহ ৩৪ কোটি ২০ লাখ ৪১ হাজার ৫৩৫ টাকা মূল্যের মাদক ও অন্যান্য চোরাচালান পণ্য জব্দ করা হয়।

ধ্বংস করা মাদকদ্রব্যের মধ্যে ছিল ৩,৯৮৩ বোতল বিদেশি মদ, ১০,৬১৭ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ২৯ বোতল বিয়ার, ২৩৮.৭৯ কেজি গাঁজা, ১.৮৫৭ কেজি হেরোইন, ১.৮৯ কেজি কোকেন, ২৫,৪৮৫ পিস বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট (ভায়াগ্রা/সেনেগ্রা/ট্যাপেন্টাডল) এবং ১৯টি নেশাজাতীয় ইনজেকশন। এসব মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ কোটি ১৮ লাখ ৭৬ হাজার ৬৬৫ টাকা।

কার্পাসডাঙ্গায় মাদ্রাসা শিক্ষককে বিরুদ্ধে ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া দারুল কোরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসার এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রকে

বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের জেরে ক্ষুব্ধ জনতা ওই শিক্ষককে জুতার মালা পরিয়ে চুল কেটে ন্যাড়া করে দেয়।

অভিযুক্ত শিক্ষক নুরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের বাসিন্দা। জানা গেছে, মাদ্রাসার এক ছাত্র (ছদ্মনাম: সারাফাত), যার বাড়ি জীবননগরের ডুমুরিয়া এলাকায়, তাকে কয়েক মাস আগে বলাৎকার করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

ছাত্রটি ছুটিতে বাড়ি গিয়ে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়। পরে গত রোববার পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি স্থানীয়দের জানানো হলে ওই রাতেই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষক নুরুল ইসলামকে ডেকে এনে তার গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেয় এবং চুল কেটে ন্যাড়া করে দেয়।

ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। স্থানীয়দের কেউ কেউ দাবি করেন, নুরুল ইসলাম আগে বিভিন্ন মাদ্রাসায় বাবুর্চির কাজ করতেন। তিনি কীভাবে শিক্ষক হলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন জানান, নুরুল ইসলাম শিবনগর এলাকা থেকে ছাত্র সংগ্রহ করে হুদাপাড়ায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার বিরুদ্ধে আগেও নানা অভিযোগ ছিল।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে নুরুল ইসলাম বলেন, “আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, আগে বিভিন্ন মাদ্রাসায় বাবুর্চির কাজ করলেও পড়াশোনা করে পরবর্তীতে শিক্ষক হয়েছেন।

এদিকে, স্থানীয়রা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন এবং প্রকৃত দোষীদের শাস্তির আহ্বান জানিয়েছেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ছাত্রের পরিবার মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় লোটাস আইসক্রিম

ফ্যাক্টরির ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার হাউসপুরে লোটাস আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে।

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্য অনুপযোগী ইন্ডাস্ট্রিয়াল রং ব্যবহার করে আইসক্রিম উৎপাদনের দায়ে লোটাস সুপার আইসক্রিম ফ্যাক্টরির মালিক সাজেদুর রহমানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রোববার দুপুরে পৌর এলাকার হাউসপুর সড়কে এ তদারকি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ফ্যাক্টরির ৮টি ফ্রিজে রাখা কয়েক হাজার আইসক্রিম জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। একই সঙ্গে আইসক্রিম ফ্যাক্টরিটি সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল।

সজীব পাল বলেন, ভেজাল আইসক্রিম শিশুসহ মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হতে পারে, যা প্রাণহানির কারণও হতে পারে। তাই এ ধরনের কার্যক্রম প্রতিরোধে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

চুয়াডাঙ্গায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু,হাসপাতালে ভর্তি ১৪

চুয়াডাঙ্গায় হামে আক্রান্ত হয়ে আমির হামজা (৮ মাস) নামে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন

কুড়ালগাছি গ্রামের ইব্রাহীমের ছেলে।

শনিবার (২ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে গত ২৪ এপ্রিল হুমাইরা (৯ মাস) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১৭ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে ৩ জন ছাড়পত্র নিয়েছেন। এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ১৪ জন রোগী।

এ পর্যন্ত জেলায় মোট ৭৪ জন হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ৫৮ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। মোট মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। আজকের এই মৃত্যুসহ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের মধ্যে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) নাজমুস সাকিব বলেন, হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। নিয়মিত চিকিৎসায় অনেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছে।

তিনি আরও বলেন, পর্যাপ্ত স্থানসংকুলানের অভাবে নতুন করে বৃহৎ পরিসরে আইসোলেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে ১৪ জন রোগী ভর্তি রয়েছে

চুয়াডাঙ্গায় ভাড়া বাসা থেকে যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার শেখ পাড়া থেকে যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মুমতাহেনা অহনা (২২) নামের ওই তরুণী চুয়াডাঙ্গা শেখ পাড়াতে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।

এলাকায় জানাজানি ও চাঞ্চল্য সৃস্টি হলে বুধবার সাড়ে ৩টার দিকে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধারের কাজ শুরু করে। ভাড়া বাড়িতে একায় থাকতেন তিনি।